ঝিনাইদহে জোরপুর্বক জমি দখলের অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পাগলা কানাই ইউনিয়নের বাড়ীবাথান গ্রামে জমি জোরপূর্বক দখল করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। জমি দখল করে জমিতে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির গাছও কেটে নিয়েছে শাহজাহান ও আফজাল নামের দুই ভুমিদস্যু।

আজ বুধবার সকাল ও গতকাল মঙ্গলবার বাড়ীবাথান গ্রামের দর্গাপাড়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী ঝিনাইদহ পুলিশ লাইন্স স্কুলের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর রফিকুল আলম খালেক জানানা, পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া তিনি গ্রামের ৪০ শতক জমিতে ৫০ বছর ধরে আবাদ করে আসছেন। একই মৌজার এই জমিতে ফলজ ও বনজ গাছ ছিলো। কিন্তু প্রতিবেশী ভুমিদস্যু দরবেশ মন্ডলের ছেলে শাজাহান ও প্রতিবেশী আফজাল, শাহীনসহ আরও কিছু লোকজন জমি দখল করে নেয়। জমিতে থাকা ১৫ টি মেহগনি ও ৬ টি কাঠাল গাছ কেটে নিয়েছে।

ভুক্তভোগী রফিকুল আলম খালেক বলেন, আমরা আমাদের ন্যায্য জমিতে আবাদ করছিলাম। গায়ের জোরে এই জমি দখল করে নিয়েছে। এখন আমরা জমিতে গেলে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। এর আগেও জমিতে মামলা করেছিলো। সেই মামলায় হেরে যাওয়ার পর এখন জোর করে জমি দখল করেছে। আমি থানায় অভিযোগ দিয়েছি। গত ২৪ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ থানায় একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শাহজাহানকে জমিতে যেতে নিষেধ করে দেয়। কিন্তু সেই আদেশ না মেনে দুই দিন ধরে গাছ কেটে জমি দখল করে নিয়েছে। আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই আমি।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত শাহজাহান বলেন, জমি আমার তাই আমি গাছ কেটে নিয়েছি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন বলেন, গাছ কাটার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছিলাম। পুলিশ গিয়ে গাছ কাটা বন্ধ করে উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। পরবর্তীতে তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ও সভাপতিকে অপসারণের দাবি

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের এডহক কমিটির সভাপতি জাফর আকবর ও অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর পদত্যাগের দাবীতে মানববন্ধন করেছেন দুজন শিক্ষক ও এলাকাবাসী। তবে দুজন শিক্ষকের মধ্যে সাজেদুর রহমান বুলুর বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সিনিয়র শিক্ষক অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বেদারুল আলম।

স্থানীয় এলাকাবাসীর ব্যানারে গতকাল মঙ্গলবার ১১ টার সময় মেহেরপুর— কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদ গেটে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

পৌর বিএনপির নেতা শাজাহান সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে কলেজের আরেক শিক্ষক সহকারি অধ্যাপক সাজেদুর রহমান বুলু বলেন, ঐতিহ্যবাহী মহিলা ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং সভাপতি করার জন্য এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয়, গ্রহণযোগ্য ও শিক্ষীত ব্যাক্তির নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু দুনীর্তিবাজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক সেই দাবীকে পাশ কাটিয়ে এলাকার বিতর্কিত ব্যক্তি জাফর আকবরকে গভর্নিং বডির এডহক কমিটির গঠনের লক্ষ্যে বিএনপি নেতা জাফর আকবরকে সভাপতি ও বালিয়াঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাহাব উদ্দীনকে বিদ্যুৎসাহী সদস্য নিয়োগ দেওয়ার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বরাবর সুপারিশ পাঠান। বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর পরই ফুঁসে ওঠে স্থানীয়রা। এ সময় গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজের শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান, গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, বিএনপি নেতা ইনামুল হকসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী বলেন, শিক্ষক সাজেদুর রহমান বুলু কখনো ক্লাস নেননা। কলেজের শৃ্◌ৃ্খলা মেনে চলেন না। তাকে ক্লাস নেওয়াসহ কলেজের শৃঙ্খলা মেনে চলার কথা বলা হলে তিনি নানা ধরণের হুমকি দিয়ে আসছিলেন বহুদিন ধরে। তিনি কলেজে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বাসায় গিয়ে প্রাইভেট পড়ান।
দুনীর্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারি বিধি মোতাবেক জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির মাধ্যমে এ সাতজনের নিয়োগ পক্রিয়া সম্পন্ন করেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এখানে কোন ব্যত্যয় হয়নি। প্রয়োজনে এ প্রক্রিয়া নিয়ে কারো আপত্তি থাকলে চ্যালেঞ্জের আহবান করছি।

এদিকে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, সহকারী অধ্যাপক সাজেদুর রহমান ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক হলেও ওই শাখাতে একজন শিক্ষার্থীও তিনি ভর্তি করান না। তিনি এলাকায় সুবিধাবাধি শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন এমপি থাকাকালীন সময়ে কলেজ সরকারি করণের জন্য মকবুলের নামে ৩ লাখ টাকা কলেজে থেকে নেন এবং এখনো ফেরৎ দেননি এমনকি এখনো পর্যন্ত কলেজ সরকারিকরণ হয়নি। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে বুলু সেই দলের ছাতি ধরে নিজেকে মাফিয়া হিসেবে তৈরি করেন। কলেজে ক্লাস না নিলেও তিনি বাড়িতে শত শত শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়ান। তার বিরুদ্ধে প্রাইভেট পড়তে আসা ছাত্রীরাও নানা সময়ে অশ্লিল আচরণের অভিযোগ তোলেন।

মুজিবনগরের বালি ও মাটি খেকো জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে নানা অপকর্মের অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগরের বালি ও মাটি খেকো জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে নানা অপকর্মের অভিযোগ উঠেছে। অবৈধ বালি উত্তোলন ও বিক্রি, বিভিন্ন জায়গার মাটি জোর পূর্বক কাটা, অন্য মাটি ও বালি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়সহ ইটভাটা মালিকদের কাছে সুদের বিনিময়ে টাকা দেয়াসহ নানা অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। সম্প্রতি এক ফল ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদাবাজীর অভিযোগে মামলাও হয়েছে তার বিরুদ্ধে।

গত ৫ আগষ্ট শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর গা ঢাকা দিয়েছে বলে এলাকায় গুঞ্জন। তবে অন্তারালে থেকে অবৈধ মাটি ও বালির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানাগেছে।

অনুসন্ধানে জানাগেছে, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর সুদৃষ্টি থাকায় মুজিবনগরে অবৈধ মাটি ও বালি উত্তোলন ও বিক্রির একচ্ছত্র আদিপাত্য ছিল জাহাঙ্গিরের। মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের বাসিন্দা হলেও তার আদিপাত্য ছিল পুরো উপজেলা জুড়ে। জাহাঙ্গীরের অনুসারিদের নিয়ে সে গড়ে তোলে সিন্ডিকেট। তার আর্শিবাদ ছাড়া কেউই মাটি ও বালির ব্যবসা করতে পারিনি। পুরো উপজেলায় যেখানেই এইচবি রাস্তা নির্মান হোক না কেন, মাটি ও বালি জাহাঙ্গীরের কাছ থেকেই নিতে হবে। তা না হলে প্রতি গাড়িতে ১শ টাকা চাদা দিতে হবে, এটা ছিল জাহাঙ্গীরের আইন।

জান মোহাম্মদ নামের একজন জানান, জাহাঙ্গীর অন্য বৈধ ব্যবসাীদের সে জিম্মি করে ফেলেছে। তার অনুমতি ব্যতীত কেউই ব্যবসা করতে পারবে না বলে নির্দেশ দেই সে। এছাড়াও অনেকেই তার নির্যাতনের শিকার হয়ে পথে বসেছে।

ফিরোজ নামের একজন জানান, মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান, আনন্দবাস, স্বরসতিখাল ও বিশ^নাথপুর ঘাটের মাটি ও বালি সে ক্ষমতার দাপটে তুলে বিক্রি করেছে। একই এলাকার মোসারফ নামের আরেক জন জানান, আমি ৮০০শ গাড়ি মাটি সরকারি রাস্তার ধার দিয়েছি। প্রতি গাড়িতে ১শ টাকা করে জাহাঙ্গীরকে চাদা দিতে হয়েছে।

রাস্তার এইচবি করার জন্য নির্ধারিত কিছু পিআসি ও স্থানীয় ইউপি সদস্য জানান, গোটা উপজেলায় যেখানেই এইচবি করণ আর পাকা রাস্তা নির্মান করা হোক না কেন, জাহাঙ্গীরের সাথে ইট, বালি ও মাটি নিতে হবে। তা না পিআইসি বাতিল না হয় কাজে বাধা দিতো।

শুধু তাই নয় স্থানীয় বেশ কিছু ইটভাটা মালিকও জাহাঙ্গীরের কাছে জিম্মি ছিল। প্রতি সিজনে দাম যাই হোক দুই নাম্বার ইট দিতে হবে ১১ হাজার টাকাই। এবং সেই ইট বিভিন্ন ঠিকাদার ও পিআইসির কাছে বিক্রি করে ১৪ হাজারে।

তার এসব অপকের্মর ব্যাপরে জানতে উপজেলা প্রশাসনের কাছে জানতে চাইলে অফিসিয়ালি কেউই মুখ খুলতে চাইনি। তবে কয়েকজন জানান, সাবেক মন্ত্রীর ভয়ে জাহাঙ্গীরের অপকর্মের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি।

В последнее время появилось много людей, которые хотят стать успешными и богатыми, но не знают, как это сделать. Они ищут ответы в книгах, на семинарах, в интернете, но часто не находят их. Почему так происходит?

Причины, по которым большинство людей никогда не достигают финансового успеха

Во-первых, многие люди не верят в себя. Они думают, что успех — это для других, а не для них. Они боятся рисковать, боятся неудач, боятся осуждения. Они предпочитают оставаться в своей зоне комфорта, даже если она их не устраивает.

Во-вторых, у них нет четкой цели. Они не знают, чего хотят от жизни, и поэтому не могут составить план, как этого достичь. Они живут сегодняшним днем, не думая о будущем. Они тратят деньги, не задумываясь, куда они уходят, и не откладывают ничего на черный день.

В-третьих, они не умеют управлять своим временем. Они тратят его на бесполезные вещи, такие как просмотр телевизора, игры в компьютерные игры, общение в социальных сетях. Они не ставят перед собой приоритетов и не умеют планировать свой день. Они не умеют говорить «нет» и берут на себя слишком много обязательств.

В-четвертых, они не учатся. Они не читают книги, не посещают курсы, не ищут наставников. Они считают, что знают все, что им нужно, и не хотят тратить время на обучение. Они не понимают, что мир постоянно меняется, и что нужно постоянно учиться, чтобы не отставать.

В-пятых, они не умеют работать с людьми. Они не умеют общаться, не умеют слушать, не умеют договариваться. Они не умеют строить отношения, которые могут принести им пользу. Они не понимают, что успех — это командная игра, и что нужно уметь работать в команде, чтобы достичь чего-то большого.

В-шестых, они не умеют принимать решения. Они боятся ошибиться, боятся взять на себя ответственность, боятся сделать что-то не так. Они предпочитают, чтобы за них решали другие, и поэтому не могут контролировать свою жизнь. Они не понимают, что принятие решений — это навык, который можно развить, и что нужно практиковаться, чтобы стать хорошим в этом.

В-седьмых, они не умеют управлять своими эмоциями. Они позволяют своим эмоциям управлять ими, а не наоборот. Они не умеют справляться со стрессом, не умеют расслабляться, не умеют получать удовольствие от жизни. Они не понимают, что эмоциональный интеллект — это важный фактор успеха, и что нужно работать над его развитием.

В-восьмых, они не умеют прощать. Они держат обиды, злятся на других, не могут отпустить прошлое. Они не понимают, что прощение — это не для других, а для себя, и что оно освобождает от негативных эмоций и позволяет двигаться вперед.

В-девятых, они не умеют быть благодарными. Они не ценят то, что у них есть, и постоянно хотят большего. Они не понимают, что благодарность — это ключ к счастью, и что нужно практиковать ее каждый день.

В-десятых, они не умеют быть терпеливыми. Они хотят все и сразу, не готовы ждать, не готовы работать над собой. Они не понимают, что успех — это марафон, а не спринт, и что нужно быть терпеливым, чтобы достичь своих целей.

ঝিনাইদহ চক্ষু হাসপাতালের সহকারী পরিচালকের বিরুদ্ধে পাহাড়সম দুর্নীতির অভিযোগ

ঝিনাইদহ চক্ষু হাসপাতাল ও অন্ধ পুনর্বাসন কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক মিলন হোসেনের বিরুদ্ধে নানা অনিময় ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতালের ৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির নানা অভিযোগ সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালকের বরাবর লিখিত ভাবে দিলেও অদৃশ্য কারণে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এতে চরম ক্ষুব্ধ হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। অভিযোগে জানা যায়, মিলন হোসেন ১৯৯৯ সালে চক্ষু হাসপাতালে হিসাব রক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। অন্যান্য কর্মকর্তাদের পদোন্নতী না হলেও কর্তৃপক্ষকে ম্যানেজ করে কয়েকদফায় নিজের পদোন্নতী করিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতী পেয়েছেন।

হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগ মিলন হোসেন হাসপাতালের চশমা ক্রয়, সাইনবোর্ড নির্মাণ, মোটর সাইকেলের সেড নির্মাণে ব্যাপক দুর্নীতি করেছেন। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি অফিসে আসেন না। কর্মচারীদের সাথেও র্দূব্যবহার করেন তিনি। হাসপাতালে সরবরাহকৃত ঔষধ, উপকরণ, লেন্স ক্রয় থেকে শুরু করে সকল কেনাকাটায় অনিয়ম করেন তিনি। হিসাব রক্ষক থাকাকালে অতিরিক্ত দ্বায়িত্ব পালনের নামে প্রতিমাসে ২৫০০ টাকা নিতেন। নিজের আত্মীয় স্বজনদের বিনামুল্যে চিকিৎসা করান।

হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট সার্জন ডা: মোঃ আব্দুল হালিম বলেন, মিলন হোসেন ঝিনাইদহের সদ্য সাবেক জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলামের সাথে যোগসাজস করে বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই মোটা টাকার বিনিময়ে জনবল নিয়োগ দিয়েছেন। আমাদের কোন পদন্নতী না হলেও তিনি পদোন্নতী বাগিয়ে নিয়েছেন। সম্প্রতি হাসপাতালের কর্মকর্ত-কর্মচারীরা তার বিরুদ্ধে কথা বললে তিনি ছুটির অজুহাতে এখন অফিসে আসেন না। আমরা চাই সমাজসেবা কার্যালয়ে যে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি তার সুষ্ঠু তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

সিনিয়র ল্যাব সহকারী তরিকুল ইসলাম বলেন, এর আগে মিলনের দুর্নীতির ধরে ফেলায় ২ জন কর্মচারীকে বহিস্কার করা হয়। এতদিন তার বিরুদ্ধে আমরা কথা বলতে পারিনি। আমরা হাসপাতালের ৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অভিযোগ দিয়েছি। কিন্তু অদৃশ্য কারণে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমরা যে অভিযোগ দিয়েছি তার সুর্নিদিষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। হাসপাতালের সাধারণ সম্পাদক ও সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক তার বিরুদ্ধে কেন তদন্ত করছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আমরা চাই আমাদের দেওয়া অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করা হোক।

অভিযোগের ব্যাপারে মিলন হোসেন বলেন, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দিয়েছে তার কোন সত্যতা নেই। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের বলেন, যেহেতু জেলা প্রশাসক ওই হাসপাতালের সভাপতি। বর্তমানে জেলা প্রশাসক নেই এ জন্য তদন্ত কমিটি বা ব্যবস্থা নিতে পারছি না। নতুন জেলা প্রশাসক এলেই অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা নিব।

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর শহরের মোড়ে মোড়ে অভিযোগ বাক্স স্থাপন

চাঁদাবাজি, লুটতরাজ ও হুমকি-ধামকিসহ সকল অসামাজিক কাজ রুখতে কোটচাঁদপুর শহরের মোড়ে মোড়ে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করেছেন স্থানীয় বিএনপির-জামায়াতের নেতৃবৃন্দ। ইতোমধ্যে সাধারণ মানুষ এর সফলতাও পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন পৌর বিএনপির সভাপতি সালাহউদ্দিন বুলবুল (সিডল)। এ দিকে ভিন্ন এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সুধীসমাজ।

জানা যায়, গেল ৫ আগষ্ট সরকার বদলের পর সারাদেশের ন্যায় কোটচাঁদপুরেও দূর্বৃত্তরা দলীয় নাম ভাঙ্গিয়ে চাঁদাবাজি, লুটতরাজ ও হুমকি-ধামকি দিয়ে আসছে। এতে করে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতংক

বিরাজ করছিল। অনেকে তাদের ভয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে আছেন।

এ সব ঘটনা জানার পর সকল অপকর্ম রুখতে কোটচাঁদপুর পৌর শহরের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করেছেন বিএনপি জামায়াতের নেতৃবৃন্দ বলে সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক পৌর মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল বলেন, ৫ আগষ্ট সরকার বদলের পর সারাদেশের ন্যায় কোটচাঁদপুরেও দূর্বৃত্তরা দলীয় নাম ভাঙ্গিয়ে চাঁদাবাজি, লুটতরাজ ও হুমকি-ধামকি দিয়ে আসছে। তাদের ভয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতংক বিরাজ করছিল। অনেকে তাদের ভয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে আছেন। সব দিক বিবেচনা করে দলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে পৌর শহরের মোড়ে মোড়ে এ অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা বেশ কয়েকটি সমস্যার সমাধানও করেছি। এতে করে সাধারণ মানুষের মাঝে সস্তি ফিরে আসছে।

বিষয়টি নিয়ে উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি শরিফুল ইসলাম বলেন,বেশ কিছু দিন যাবৎ কোটচাঁদপুরের পরিবেশ অস্থিতিশীল রয়েছে। এতে করে মানুষ আতংকে রয়েছে। এ কারনে সম্মলিত ভাবে এ অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, সমাজের অনেক মানুষ আছেন, যারা নির্যাতনের শিকার হলেও মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না। আবার অনেকে লজ্জায় সামনে আসতে পারেন না। তাদের জন্য এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এ দিকে বিএনপির-জামায়াতের নেতৃবৃন্দের এমন ভিন্ন উদ্যেগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সুধীসমাজ।

ঝিনাইদহে সিটি কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পাহাড়সম

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আইসিটি ও কৃষি শিক্ষার ব্যবহারীর পরীক্ষায় বাধ্যতামুলক ভাবে ৩০০ টাকা করে জোর পুর্বক আদায় করেন অধ্যক্ষ বাদশা আলম। অনার্স লেভেলে ইনকোর্স পরীক্ষার নামে প্রতি ছাত্রের কাছ থেকে ৭০০ টাকা করে আদায় করেন বলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন। অনার্স ফাইনাল ইয়ারে ভাইবা পরীক্ষার নামে ছাত্র প্রতি ২০০০ হাজার টাকা করে আদায় করা হয়।

এ নিয়ে ২০২৩ সালে ছাত্রলীগ কলেজে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ করলেও অধ্যক্ষ বাদশা আলম এখনো জোরপুর্বক টাকা আদায় অব্যাহত রেখেছেন। কলেজে প্রতিটি নিয়োগে কয়েক কোটি টাকার বানিজ্য করা হয়েছে। খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়ার শিক্ষকরা নিয়মিত কলেজ করেন না। এ জন্য তাদের প্রতি মাসে অধ্যক্ষকে মাসোহারা দিতে হয়। ডিগ্রী ও উন্মুক্ত পরীক্ষায় নকল সরবরাহের জন্য কলেজের মালি আসলামের মাধ্যমে অর্থ আদায় করেন অধ্যক্ষ বাদশা আলম। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তির সময় উন্নয়ন ফি বাবদ টাকা আদায় করা হলেও ১৩ বছরে কলেজের ফান্ড থেকে দৃশ্যত কোন উন্নয়ন করা হয়নি। অথচ কলেজের ৬টি একাউন্ট থেকে ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে একাউটেন্ট মোঃ আইয়ুব হোসেনের সহায়তায় অন্তত ২কোটি টাকা আত্মসাৎ করে ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুরে দুইটি বাড়ি নির্মান করেছেন।

এছাড়া অধ্যক্ষ বাদশা আলমের চাকরীর বয়স শেষ হলেও জাতীয় বিশ^বিদ্যলয়ের জাল কাগজ করে জোরপুর্বক অধ্যক্ষের চেয়ার দখল করে বসে আছেন। অর্থ আত্মসাৎ ও অবসরের পরও অবৈধ ভাবে চেয়ার দখল করা নিয়ে অধ্যক্ষ বাদশা আলমের কাছে ফোন করা হলে তার ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। তার অফিসে গিয়ে জানা যায় আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকেই তিনি পলাতক রয়েছেন।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস জানান, অধ্যক্ষ বাদশা আলমের আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে তিনি তদন্ত করবেন। তদন্ত করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মন্ত্রনালয়ে প্রতিবেদন পাঠাবেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় লোকজন অবগত আছেন। আমার ধারনা তারা দুজন আমাকে ও আমার পরিবারের লোকজনকে যে কোন সময়ে খুন-জখম সহ বড় ধরণের ক্ষতি-স্বাধন করতে পারে। উক্ত বিষয়টি স্থানীয়ভাবে সমাধান করিতে ব্যর্থ হওয়ায় পরিবারের সহিত আলাপ আলোচনা করে আপনাদের কার্যালয়ে আসিয়া সংবাদ সম্মেলন করিতে কিছুটা বিলম্ব হইল।

সরকারি ঔষধ পাচারের অভিযোগ স্টোর কিপার পলির বিরুদ্ধে

সরকারি ঔষধ বাহিরে পাচার করা, স্টক লেজার মেইনটেইন ও সার্ভে কমিটির কাছে রিপোর্ট না দেওয়াসহ নানা অভিযোগ উঠেছে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের স্টোর কিপারর নাসিমা পলির বিরুদ্ধে। এসকল অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে কারণ দর্শাণোর নোটিশ দিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। নাসিমা পলি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের এলএমএসএস গোলাম রহমানের খানের মেয়ে।

কয়েক দফায় কারণ দর্শাণোর নোটিশ দিলেও তিনি জবাব দেননি এবং সার্ভে কমিটির কাছে কোন রিপোর্ট পেশ করেননি। জবাব না পেয়ে গত ৭ আগষ্ট স্টোর কিপার নাসিমা পলিকে একদিনের মধ্যে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদানের নোটিশ প্রদান করেন এবং না দিলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানোর কথা উল্লেখ করা হয়।

পরবর্তিতে গত ১৩ আগষ্ট তাকে তিন দিনের মধ্যে কারণ দর্শিয়ে আরও একটি নোটিশ প্রদান করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সে নোটিশে বলা হয়েছে, আপনি (স্টোর কিপার) হাসপাতালের সরকারি ওষুধ বাহিরে পাচার করেন। এছাড়া স্টক লেজার মেইনটেইন না করা ও সার্ভে কমিটির নিকট রিপোর্ট প্রদান না করার প্রমান আছে। এ অভিযোগের ভিত্তিতে তিন দিনের মধ্যে উপর্যুক্ত কারণ দর্শাণোর নোটিশ দেওয়া হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের স্টোর কিপার নাসিমা সুলতানা চাকরিতে যোগদান করেন ১৯৮৮ সালে। নাসিমা পলি যোগদানের পর ডেপুটেশনে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে স্বাস্থ্য সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কয়েকবছর। পরে আবার স্বপদে ফেরেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে। সেই থেকে প্রায়

দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে চাকরি করছেন একই কর্মস্থলে। কিন্তু সরকারি চাকরিতে একই কর্মস্থলে তিন বছরের বেশি থাকার বিধান নেই। রাজনৈতিক ক্ষমতায় তিনি একই কর্মস্থলে থাকছেন যুগের পর যুগ। নাসিমা পলির আপন ভাই আব্দুর রহমান মন্টু একজন কুয়াক দন্ত চিকিৎসক। তার ওই ভাই ও হাসপাতালের কিছু দালালের মাধ্যমে সরকারি ওষুধ বাহিরে পাচার করার অভিযোগ রয়েছেন নাসিমা পলির বিরুদ্ধে। মেহেরপুরের বিভিন্ন ওষূধের দোকানে পুলিশের অভিযানে সরকারি ওষুধ পাওয়ার খবর পাওয়া গেছে এবং যেগুলো বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে।

হাসপাতাল এলাকার কয়েকজন ওষুধ দোকানদার নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, স্টোর কিপার নাসিমা পলি সরকারি ইনসুলিন, এন্টিবায়েটিকসহ বিভিন্ন সরকারি ওষুধ তার পছন্দের কিছু দোকানে বিক্রি করেন। হাসপাতালের হিসাবরক্ষক মীর হাবিবুর রহমানের যোগসাজশে তিনি এসকল অপর্কম করেন বলে অভিযোগ করেন তারা।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. হাসিব মো. জমির সাত্তার বলেন, স্টোর কিপার নাসিমা পলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাকে বিভিন্ন সময় মৌখিক ও লিখিতভাবে সতর্ক করা হয়েছে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে তার বিরুদ্ধে বলেও লাভ হয়নি। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তার অপকর্ম থেকে পার পেয়ে যায়। তার কাছে রিপোর্ট চেয়ে নোটিশ করা হয়েছে। রিপোর্টে গরমিল পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে বাড়ি ঘরে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে বাড়ি ঘরে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ তুলেছেন মিলন হোসেন। মিলন হোসেন গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের বাসিন্দা।

মিলন হোসেন অভিযোগ করেন, আট কাঠা জমি নিয়ে হামলাকারীদের সাথে দীর্ঘদিন মামলা চলে আসছে। এই মামলার জের ধরে গত ৬ আগষ্ট ভোররাতের দিকে চাচাত ভাই, কাওছার আলীর, খোকন, দেলশাদ, জব্বার, রকিবুল হাসিবুল, রেবেকা, লালভানু, রিপাসহ তাদের লোকজন আমার বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ব্যাপক লুটপাট ও ভাঙচুর করে।

এসময় তারা আমার বাড়ির উঠানে থাকা একটি স্যালোইঞ্জিন চালিত আলগামন, বাইসাইকেল, মোটরসাইকেল, ঘরে থাকা ফ্রীজ, ফ্যান, সাব বাকস, সেলাইমেশিন, ঘরের জানালা দরজা ভাঙচুর, বিদ্যুতের মিটার, ড্রেসিং টেবিল, খাট, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। এছাড়া গ্যাসের চুলা, রাইস কুকার, পেশার কুকার, একটি স্বর্ণের চেইন ও টাকা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে।

এসময় ঠেকাতে গেলে আমার ভাই, নাজমুল ইসলাম তার স্ত্রী রেহেনা খাতুন ও বৃদ্ধা মাতা নুছিলা খাতুনকে মারপিট করে। তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে গাংনী থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।